Rupvidya

GARGI BHATTACHARYA

~~~

COPYRIGHTED MATERIAL
~~~

রূপবিদ্যা

****

গার্গী ভট্টাচার্য

Images; Internet, credit goes to them .

My website :

www.gargiz.com

My semi autobiography in 3 parts has been downloaded more than 60 million times .

The new book Mohanbanshi Nupurdhoni has been downloaded more than 297832 times globally within 48 hours of launch . The book Narayani has also become quite popular . It has been downloaded more than one crore times within two days of uploading .

This makes me happy cause I have no advertisement and people are accepting what I am saying .

Shakambhori has been downloaded from India; more than 3 lakh times till today (as of 18th of January , 2024 .

প্রিয় ক্রিকেটার,

ইমরান খানকে ;

উগ্রম ভীরম্ মহাবিষ্ণুম্

জ্বলন্তম্ সর্বত মুখম্ !!

*****

আমি একজন কায়স্থ মেয়ে । আমার ধর্ম হল লেখা । কারণ কায়স্থদের ধর্ম হল লেখালেখি করে সমাজের উপকার করা । কলম ধরতে জানেনা এমন কায়স্থ নেই । ব্রাহ্মণরা যেমন পুজোপাঠ করে থাকে সেরকম কায়স্থরা হয় **মসীজীবি** । আর আমি একজন লেখিকা হিসেবে হলাম আজকাল ***মাউস জীবি /*** কারণ আমি সোজাসুজি আলোকতন্তুর মেশিনে অক্ষর খোদাই করি ।

হাতে লিখে করিনা । তাই বেশ ভুল ধরা পড়ে যায় অন্য সময় দেখলে । টাইপো ও বাংলা সফটওয়্যারের পোকার কারণে । সফটওয়্যারও কোভিডে আক্রান্ত মনে হয় । প্রচুর বাগ ওখানে ।

এবার আমি রাজস্থানের কর্ণিমাতার মতন ইঁদুরের মালকিন হয়ে বসেছি । কাজেই ইঁদুর সঞ্চালনের কাজ করছি সমানে । লিখেই চলেছি একের পর এক অক্ষরমালা । বর্ণমালা ।এবার যা তথ্য দেবো তা আরো মজার কিন্তু গল্প হলেও সত্য । পর পর লিখে যাচ্ছি যা আমার কাছে আসছে । কিন্তু এসব পড়ে আমাকে কেউ মন্দ মনে করবে না কারণ

এগুলি আমার মস্তিষ্ক প্রসূত নয় । নিখাদ যাঁরা সাধক তাঁদের দিয়ে ভেরিফাই করে নিতে পারো তোমরা নিজেরা । এই পুস্তকে অনেক সংকেত হয়ত খুঁজে পাবেন লোকে যা আমার পক্ষে লেখা একেবারেই অসম্ভব একজন মানবী হিসেবে ।

<u>**আমি নিজের মনে বসে আছি আর এক এক করে মায়া শাড়ি থেকে তুলে চলেছি মায়া চোরকাঁটা ।**</u>

এইসব লেখা অটোমেটিক হয় (অটোমেটিক রাইটিং) । আমি কিছু ভেবে লিখিনা । যোগিনী হিসেবে আমার কোনো পরিবর্তন করার সুযোগ ও ক্ষমতা নেই । আমি অক্ষরগুলোতে রং চং লাগাতে পারি ও ডিজাইন করতে পারি এই অবধিই ।

রমণ মহর্ষি ছিলেন শিবের এক ফর্ম শ্রী দক্ষিণামূর্তির মানসপুত্র । তখন উনি শ্রী মুরুগান রূপে আবির্ভূত হন । তারপর আধ্যাত্মিক উন্নতির পরে দক্ষিণামূর্তিতে উন্নীত হনআর এরপরে লর্ড অরুণাচলেশ্বরের সেই রূপধারণ করেন যা মন্দিরে পুজো নিতেন । ওঁর মানসপুত্র ছিলেন সাধক গুহায়(গুহ) নমঃ শিবায় । আর গুহায় নমঃ শিবায়ের মানস পুত্র হলেন গুরু নমঃ শিবায় অথবা বর্তমানের পালানি মুরুগান । এই দেবতা এখন শিশু হিসেবে জেনেরাল কাশেম সোলেইমানির সাথে আছে । এইখানে এগুলি লেখার কারণ হল এই যে শৈব ও বৈষ্ণব ধারাতে কীভাবে দেবতারা সাধনার দ্বারা এক একধাপে উন্নীত হন অন্য দেবতায় আর পরে মোক্ষলাভ করে থাকেন ।

মোক্ষপ্রাপ্ত সাধুরা যতই উন্নত হোননা কেন স্বয়ং ব্রহ্ম হলেন আরো শক্তিশালী ও মমতাময় ।

তিনি যা ইচ্ছে করতে সক্ষম । চার চারটি মহাপ্রলয়ের পরে কোনো অশুভ শক্তি আর রইবে না এই জগতে । কীভাবে তা সম্ভব ? তা পরম

ব্রহ্মই জানেন এবং তাঁর ইচ্ছেতেই সবই কিছুই হতে পারে । তাই মুসলিম ধর্মের ও খ্রীস্ট ধর্মে যীশু ও পয়গম্বরেরা নিজেদের আল্লাহ্‌র বান্দা বলে থাকেন ।

-আই অ্যাম গড ; এই বাক্যটি ব্যাবহার না করে ।

আর হিন্দুরা বলে থাকে যে ইউ হ্যাভ দা পোটেনশিয়াল টু বিকাম গড্‌ ।

পরমেশ্বর চাইলে সবই করতে পারেন । মহাপাপীকেও নরক থেকে তুলে আনতে পারেন তাই তাঁর ক্ষমতাকে বলা হয় রহস্যময় ক্ষমতা ।

আর শক্তিকে সীমাহীন । উনি যেকোনো আকার নিতে পারেন ও অসংখ্য আকার নিতে সক্ষম তাই তাঁকে সীমারেখাতে বাঁধা চলেনা । সেজন্য উনি সীমাহীন । লিমিটলেস । এটা কোনো আকাশ নয় যে দিগন্তের দিকে সব মিশে গিয়েছে বলে তাকে সীমাহীন বলা হচ্ছে । লিমিটলেস এর প্রকৃত অর্থ হল লিমিটলেস- ক্ষমা , আকার, শক্তি ও সৃষ্টিশীলতা ।

এখার্ট টোল আদতে মাকালীর অবতার তাই তাঁর এইজন্মে মোক্ষ হয়ে গেছে । উনিও এই ধর্ম যুদ্ধের এক বড় যোদ্ধা । সেসব জেনেই শয়তানের চেলারা অর্থাৎ বিজেপী সরকার তাঁকে ধবংস করার জন্য

জাস্টিন ট্রুডোর সাথে শত্রুতা করতে শুরু করে । অনেক বড় কোনো চক্রান্তে কানাডাকে ফাঁসানোর জন্য । কিন্তু ভবী কি ভুলবে ?

ল্যাজে বাঁধা বাঘ বলে সবাইকে ভয় দেখাতে অভ্যস্ত এই বিজেপী পার্টি ও আর এস এস কূল জানে না যে তাদের ল্যাজে আদতে বাঁধা ভগবান বিষ্ণু ।

এখার্ট টোলের স্ত্রী একজন চীনা রমণী । তাই চীনদেশকে কোভিডের কারসাজিতে ফাঁসিয়ে ফায়দা তুলতে চেয়েছে ইজরায়েল ।

যাতে এখার্ট টোলকে কেউ বিশ্বাস না করে ।

যার পত্নী একজন চীনা মেয়ে তাঁকে কেউ মানবে ?

সেই চীনারা যারা কোভিড দিয়ে মানুষ মারছে ?

কিন্তু আদতে এই বায়োলজিক্যাল ওয়ার করিয়েছে ইজরায়েল । শয়তানী ইহুদিরা । যারা শয়তানি গীর্জায় গিয়ে শয়তানের আরাধনা করে । যীশু খ্রীস্ট জন্মগ্রহণ করার আগে অবধি এরা শয়তানের পুজো করে মানুষ বলি দিতো ও শক্তি পাবার লোভে সবরকম অমানবিক কার্যকলাপ করতো । সেইসব মধ্যযুগীয় কাজ আবার শুরু করেছে ধনবান ইহুদীরা যারা ভগবান কি জানেওনা আর জানতে চায়ওনা । তারা বিজ্ঞান পর্যন্ত বদলে দিতে চায় । কেবল পয়সায় লোভে । এরা ব্যবসাদার জাত তাই টাকা কামানো হলো জীবনের লক্ষ্য ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে থাকে প্রশান্ত মহাসাগরে কিংবা অতলান্তে আর সেখান থেকে শয়তানি শক্তি দিয়ে

সারাজগৎ =কে কন্ট্রোল করে থাকে । এবার এদের খতম না করলে দুনিয়াতে শান্তি আসবেনা ।

ধর্মপ্রাণ ইহুদী এবং আইনস্টাইনের মতন নাস্তিক অথচ মহান ইহুদীদের ভগবান বাঁচিয়ে নেবেন কিন্তু শয়তানের চামচারা মারা যাবে ।

আরেকটি গ্যাস চেম্বার হবে আর পৃথিবী আবার শান্ত হয়ে যাবে ।

এরা ক্যান্সারের , মধুমেহ , নানান দুরারোগ্য ব্যাধি এসবের ওষুধ যা ব্রেন স্টর্মিং করে করে বিজ্ঞানীরা বার করেছেন তাকে বাজারে আসতে দেয়না । এই শয়তান ব্যবসাদারেরা শিশুদের রোগের মেডিসিন অবধি আটকে দিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমত ওষুধ বাজারে বিকায় । মেডিক্যাল মাফিয়ার দল । এরা । নতুন স্লোগান হল ; **ইহুদী ধর আর মারো ।**

কথায় কথায় হলোকাস্টের কার্ড বার করা ও রাজনৈতিক সুবিধে নেওয়া এই অপগন্ডের দল কি শিখেছে ঐ ঘটনা থেকে ? যেই মুসলিমের ভিটে দখল করেছে তাদেরই উৎখাত করে দিচ্ছে যার জন্য ইসলামিক উগ্রপন্থী তৈরি হয়েছে । আজ যা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে । একদিনে রেপিস্ট ও টেররিস্ট তৈরি হয়না সমাজে ।

আজ নিজেদের সৃষ্ট বাণে নিজেরাই আহত হবে এই ইহুদী জাতি । তবে সৎ ইহুদীদের ভগবান বাঁচিয়ে দেবেন । কি করে আমাকে জিজ্ঞেস করোনা কারণ আমি আল্লাহর বান্দা মাত্র । চাকর ।।আই অ্যাম দা মেসেঞ্জার অনলি ।

নিজে ধ্যান করে উত্তর খুঁজে নাও । গুণী সাধকদের প্রশ্ন করো তাঁরা পথ দেখাবেন ।

সদগুরু জাল জাগ্গি বাসুদেব অর্থাৎ বিজেপীর লিডার প্রমোদ মহাজন নিজের মায়ের গায়ে হাত দিয়েছে । মার নয় যৌন হস্ত লেপন । যাকে হিন্দিতে বলে যৌন শোষণ । মায়ের অ্যানাটমি ধরে ধরে প্রশ্ন করতো কিশোর বেলায় , মা এটা কি ?

মা ঐ , আমার স্তন ।

মা এটা কি ?

মা ঐ , আমার ভাল্ভা ?

উরিসাব্বাস্ ।

যেন বায়োলজির ক্লাস হচ্ছে , আর মাও কোনো বায়োলজির টিচার নয় ।

এহেন চটুল পুত্রকে কোনোদিন শাসন করেনি মাতা । কুপুত্র যদিবা হয় , কুমাতা কদাচ নয় । কে লিখেছেন ? মাইকেল মধুসুদন দত্ত ? মেঘনাদ বধ কাব্যে ? ভুল বলছি আমি ?

নিজের কাজিন ও সহোদরারাও বাদ যায়নি ।

দেখো হিস্ট্রির মতন পুরাণ রিপিট্‌স্‌ ইটসেল্ফ ।

প্রমোদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাকে পরে সে ফাঁসিয়ে দেয় সেই প্রবীণ মহাজন প্রটেস্ট করে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি । এমনকি একটা সময় রেখাদিদি নিজে প্রমোদের বোনেদের রক্ষা করে নিজ স্বামীর যৌন লালসা থেকে ।

এতদুসত্ত্বেও স্বয়ং রমণ মহর্ষির সংস্পর্শে আসার কারণে শত্রুভাবে হলেও , পুতনা রাক্ষসীর মত কৃষ্ণকে দুধ পান করানো ,কোনো এক জন্মে সে সুযোগ পাবে শিবের শরভ অবতার হবার । তবে এই অবতারের কিন্তু সেরকম কোনো পা নেই । অনেকটা রোবট মাকড়সার মতন বা অষ্টপদের হরিণ অনেকে বলে । এটা হবার খুব সম্ভবনা যে যেমনভাবে এইজন্মে জাগ্নির মৃত্যু হয়েছে তার নাড়িভুঁড়ি সব বার হয়ে গিয়েছিলো যে সুস্থ দেহ পেতে তার স্বর্গেও সমস্যা হবে । তবে কোনো

জন্মে এও ইসলামের রক্ষক হবে ও নারীজাতিকে সম্মান দিতে শিখবে । ইসলামের নাম বদলে তখন সুফি সংক্রান্ত কিছু হয়েও যেতে পারে ।

আমি জানিনা এর কি অর্থ দার্শনিক ভাবে তবে এই প্রমোদ মহাজন আমি যাতে পদ্মভূষণ কিংবা পদ্মশ্রী পেলেও সুখী না হতে পারি তাই সমস্ত পদ্ম সম্মানকে তন্ত্র দ্বারা অভিশপ্ত করে দিয়েছে যাতে যে কেউ ঐ পুরস্কার পাকনা কেন সে সুখে থাকতে না পারে। পরবর্ত্তী সরকার তাই পদ্ম সম্মানগুলির নাম বদলে দেবে ।

নীতিন গাড্কারিজীকে হত্যার প্ল্যান করছে এই বিজেপী । ওঁর পরবর্ত্তীতে যা অ্যাচিভমেন্ট হবে তাইনা জেনে ।

আমার টুইন ফ্লেম কাশেম সোলেইমানি ও আমার দত্তক নেওয়া পুত্র এবং আমাকে হত্যা করার সবরকম চেষ্টা তো চলেছেই । তার সাথে সাথে চীন দেশের সাথেও চলেছে নানান টালবাহানা বিনাকারণে ।

ইমরান খান হলেন ভগবান বিষ্ণুর নরসিংহ অবতার তাই পাকিস্তান ও ভারতকে উনি এক করে দিয়ে যাবেন । কাশ্মীর সমস্যা মিটে যাবে তাই নীতিন

গাডকারিজী ও ইমরান খানকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হবে সেবার । যেমন ইত্ঝাক রাবিন ও ইয়াসের আরাফাৎকে দেওয়া হয় । একজন ইহুদী ও অন্যজন মুসলিম । এঁরাও সেরকম একজন হিন্দু ও আরেকজন মুসলিম পুরস্কৃত হবেন ।

কিছু আন্ডারকভার ঈশ্বরের কথা লিপিবদ্ধ করলাম ।

প্রণয় রায় ও রাধিকা রায় হলেন অষ্টমাতৃকার কৌমারী ও কুমার আর লেখিকা অরূন্ধতী রায় হলেন এক গান্ধর্বী ।

কমিউনিস্ট পার্টির জেনেরাল সেক্রেটারি (পশ্চিমবঙ্গ) দীপঙ্কর ভট্টাচার্য হলেন শিবের কিরাৎ অবতার ।

লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন নারদ মুণির এক

অবতার পুরন্দর দাস যিনি সম্ভবত: কর্ণাটকি সংগীত এর সাথে যুক্ত এক মানুষ ছিলেন । গুগুল করুন । নাহলে রবীন্দ্রনাথকে এক্সপোজ করে দিয়ে যান ? এত্তো সাহস ? আমার কাজ সহজ করে দিয়ে গেছেন সুনীল দা । আমার লেখক জীবনের গুরু । ওঁর লেখা পড়েই আমি এত্তো সহজভাবে লিখতে শিখি ।

তা লেখিকা গার্গীর স্বামী শান্তনুর দাদা হলেন সরস্বতীর বাহন হংস আর বৌদি গণেশের বাহন কচ্ছপ । সোনালী বেন্দ্রে হলেন বিনায়কি মাতা আর গোল্ডি বেহেল্ বিনায়ক দেব, সেই সপ্তমাতৃকা ।

রাজ ঠাকরে হলেন শিবের রুদ্রাবতার ঋতুধ্বজ আর ওঁর স্ত্রী রেশমি ; দক্ষকন্যা শান্তি ।

রুদ্রাবতার হলেন শিবের প্রচন্ড রাগী একটি রূপ । **রুদ্র অর্থাৎ মাইটি হারিকেন আরকি ।**

বাঙালী অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী দত্ত হলেন দক্ষকন্যা স্মৃতি । মিশেল ওবামা রাহিমাঈ ও বারাক ওবামা ভিঠ্ঠাল দেব (মারাঠী দেবদেবী , রাধাকৃষ্ণ) ।

গায়ক অঞ্জন দত্ত সপ্তমাতৃকা বরাহী মাতা , শিলাজিৎ কৌমারি মাতা ও লেখিকা গার্গীর আপন কাকা ইন্দ্রাণী দেবীতে উন্নীত হয়ে যাবেন এই ধর্ম যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য ও পদস্খলন না হবার জন্য রবীন্দ্রনাথ , নরেন্দ্র মোদী ও ঐশ্বর্য রাইয়ের মতন ।

স্বর্গের থেকে বিতাড়িত দৈব সত্ত্বারা যাদের কার্সড অ্যাঞ্জেল বলা হয় তারাই আসলে রিচার্ড ডকিন্সের মতন বিজ্ঞানীদের জন্ম দেয় যারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ঈশ্বরের থেকে অথচ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও ড:আবদুল কালামকে দেখুন ! এঁরা হলেন প্রকৃত বিজ্ঞানী যাঁরা ভাগবৎ চিন্তা চেতনায় রেখে বিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করেন মানবজাতির কল্যাণের জন্য । আর অন্যদিকে যারা তারা বিজ্ঞানের নামে মায়া জগৎ সৃষ্টি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে নিয়ে যায় রোবট গুহায় যেখান থেকে ফেরার পথ কারো জানা নেই ।

তখন কেবল একটা কথাই বার হয় মুখ দিয়ে , উফ্ফ- রোবট দিয়ে মেরোনা , আমার লাগছে ।

ডকিন্সের মতন বিজ্ঞানীদের কাজ হল দেবতার হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করা । ভাবুন কী মহা সংগ্রামের দায়িত্ব নিয়েছেন এরা !

ব্যাড্ গেটওয়ে । মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হল মোক্ষপথে এগিয়ে যাওয়া আর এরা ঠিক এর উল্টোপথে লোককে চালিত করে কারণ এরা গেট

ক্র্যাশ করেছিলো একসময়ে । আর তাড়া খেয়েছে সেইকারণে ।

আর ক্যান্সার কিভাবে বাড়ে জানুন , স্পিরিচুয়াল উপায়ে । শয়তান করে কি কোষে কোষে নানান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এন্টিটি জুড়ে দেয় । সেগুলি নিজেদের বাড়াতে শুরু করে আর আবটি বেড়ে যায় । এইভাবে মানুষ মারা যায় । চিকিৎসা কাজ দেয়না এবং কিমোথেরাপি ও রেডিয়েশান থেরাপি করে করে ইহুদী গোষ্ঠি লাভবান হয়ে নেয় । এরাই শয়তানের এজেন্ট । সাতানিক চার্চে বসে এগুলি করে এরা পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে । এদের বিনাশকাল এসে গেছে । এরা বিদায় হলেই ক্যান্সারের ওষুধ বার হবে ও রোগ সেরে যাবে । সেসবই দেখা যাবে । একটুকু সময় লাগবে হয়ত ডার্ক এনার্জি কাটতে । আফটার এফেক্টস্ যেতে কিন্তু হবেই । একদিন দুনিয়াতে ক্যান্সার কেবল একটি রাশির নাম থাকবে যেমন নীতু সিংজী বলেছেন । রোগের নাম নয় । ক্যান্সার ইজ আ বিজনেস অফ্ দা জিউইশ্ পিওপেল । যেমন মার্কিনিদের অস্ত্রশস্ত্র ; তফাৎ হল আমেরিকানরা এগুলি স্বীকার করে যে আমরা অস্ত্র বিক্রি করি কিন্তু শয়তান ইজরায়েলিরা করেনা ।এরা মতলবি জাতি । মতলব ছাড়া কিছু বোঝেনা । তবে

এদের মধ্যে কিছু ভালোমানুষ তো আছেই ।কথায় বলে একসেপ্শান্ প্রুভস্ দা রুল ।

বালাসাহেব ঠাকরের পরিবারকে ধবংস করতে যায় প্রমোদ মহাজনের পরিবার । পঙ্কজা মুন্ডে ও গোপিনাথ মুন্ডে প্রমুখ । এবং উনি কিছুটা হলেও নতমস্তক হয়ে পড়েন । তাই রাজ ঠাকরে নিজ পার্টি গড়েন । কারণ বালাসাহেব আর মারাঠী মানুষদের জন্য কাজ করছিলেন না । এইসব জঘন্য রাজনৈতিক নেতাদের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেন । তাই রাজ ওকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান করে ।

এবার রাজ ঠাকরে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাবেন ও মারাঠী মান্হুসের জন্য সত্যকারে কাজ করবেন তাই বলে এই নয় যে উনি রেসিস্ট । বরং ঐ রাজ্যের যারা মাটির মানুষ তাদেরকে সম্মান দেবার ব্যবস্থা করা ও অন্যদের যারা বাইরে থেকে কর্মসুত্রে এসেছেন তাদেরও উপযুক্ত কাঠামো দেওয়া সবই করে দেবেন । যতটা সম্ভব । অর্থাৎ ব্যালেন্স করে করে দেবেন সমস্তটা । না কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের দিকে পক্ষপাতিত্ব করবেন আর না কোনো বিশেষ শিল্প গোষ্ঠির দালালি করবেন । অর্থাৎ একজন বলিষ্ঠ নেতা

হবেন যিনি মারাঠি মান্হুসের কথা মনে রেখে রাজ্যকে এগিয়ে দিয়ে যাবেন সোনালী যুগের দিকে ।

পঙ্কজা মুন্ডের ন্যায় শয়তানীকে যে শাস্তি দেবে তার সমস্ত পাপ ঈশ্বর মাফ করে দেবেন । যাকে সমাজ পাপ বলে মনে করে এই ধরিত্রীতে । মানুষকে সচেতন করতে হবে এই মহাজন পরিবারের ত্রাসের ব্যাপারে । কতটা জঘন্য ও লোলুপ এই পরিবার ! পরিবার বলা যায়কি এদের ?

কতগুলো ঘৃণ্য চেতনা যাদের আগাপাছতোলা কাম ও বীর্য দিয়ে ভরা ।

প্রমোদ মমাজনের নাম হোক্ আজ থেকে বীর্যাসুর । আর পঙ্কজা বীর্যাসুরী । রাহুল মহাজন যে তার কাজিন, তাকেও সেক্স অফার করে এই শয়তানী ।

রাহুল বলে ওঠে, নারে পঙ্কজা আমি তোর সাথে মৈথুনে আগ্রহী নই !

নিজের মাঈমার সংসার ভাঙে , পুণমের ক্ষতি করতে আগ্রহী হয় আর তার মামাবাবু সর্বত্র বলে বেড়ায় যে রেখা হল শয়তান । আমাকে কন্ট্রোল করে ।

আদতে রেখাদিদি ওর শয়তানীগুলো কন্ট্রোল করতো । ওর লোভ ও লালসার ওপরে লাগাম দিতে চাইতো কিন্তু সেগুড়ে বালি । ও বাসায় গোদি মিডিয়া বসিয়ে দিতো ।

এখন মানুষকে ধবংস করার জন্য ঈশ্বরের পুজো দিতে শুরু করেছে । কিন্তু অনেক অনেক দেবতা আছেন যাঁরা পুজিত হননা কিন্তু তাঁরা শক্তিশালী যেমন ব্রহ্মা, ইন্দ্র , নরসিংহী দেবী কয়েকটা নাম বললাম মাত্র । এঁরা এঁদের শক্তি দিয়ে তখন শয়তানের শয়তানী দিমাগ্ যাকে বলে সেই চিন্তাশক্তিকে বিলম্বিত করে দেন অথবা পুরোপুরি স্তব্ধ করে দেন । শয়তান চিৎপটাং হয়ে একেবারে কুপোকাৎ ।

শয়তানকে কায়দা করতে ভগবানের বিশেষ সময় লাগেনা । যেমন রূপ নিয়ে এত মারামারি আমাদের অর্থাৎ দেহ নিয়ে , অহং নিয়ে তাইতো ? কিন্তু দেখো দম্ভ ছিলো বলেই প্রমোদ মহাজনের এই হাল হল । কিছুতেই ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করলো না , বললো যে আমার কর্ম আমি বুঝে নেবো । দেখে নেবো । সমানে মন্দ কাজ করেই গেলো তাই আজ শুভ প্রভাতে তাকে ফাইভ ডি অর্থাৎ স্বর্গে শিবঠাকুর তাঁর ত্রিশুলের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে

দিয়েছেন । তার সমস্ত দম্ভ একেবারে শেষ করে দিয়ে প্রমোদ মহাজনের অহং-কে টুকরো ট্‌করো করে দেওয়া হয়েছে কোটি কোটি অংশে । এবার তাকে জন্ম নিতে হবে এক কোষী প্রাণী রূপে যা একজন মানবের সত্ত্বার জন্য ভয়ানক । কোটি কোটি সত্ত্বা যখন একত্রিত হতে পারবে এবং ধার্মিক হতে সক্ষম হবে তখনই শুভ কিছু হবে তার সেই জনমে । ব্যাপারটার আমি কোনো কূল কিনারা পাচ্ছিনা । জানিনা কোনো ধর্ম গ্রন্থে আগে এরকম কিছু লেখা হয়েছে কিনা কোনো শয়তানের সম্পর্কে । তবে এই শয়তানের এখানেই আপাতত: ইতি হল । এবার ভারতের মানুষের জীবনে শান্তি নেমে আসবে ।

সত্যিই হয়ত নিজেরই অগোচরে নরেন্দ্র মোদিজী রাম রাজত্বের সূচণা করে দিয়ে গেছেন তবে অন্যভাবে, অন্য কোনোখানে । আদতে রাবণ বধ হয়ে গেছে কাজে কাজেই রাম রাজত্ব সেই অর্থে নাহলেও শান্তি ফিরে আসবেই । আর সব যুগেই শয়তান থাকে। তার ক্রিয়াকলাপের পরিমাপটি অনেক কম হয় । নাহলে দুনিয়া ঘুরতো না । সব স্থির হয়ে যেতো । কিছুই পার্ফেক্ট নয় । তাই বৈষম্য থাকবেই তবে কথা হল এই যে কতটা বিনাশ হচ্ছে সেটা দেখার । **সব শেষ করে নিজের**

পকেট ভরা ভগবান সহ্য করবেন না কারণ সবাই তাঁরই সন্তান । যুগে যুগে এইরকমই হয়ে এসেছে তবুও মহিষাসুর জন্ম নেয় কারণ তারা ভুলে যায় দেবী দুর্গার শক্তির কথা । ভুলে যায় শিবের ত্রিশুলের কথা । তাই বারংবার নিষেধ করা সত্ত্বেও একই কাজ অর্থাৎ কুকর্ম করে যেতে থাকে যতক্ষণ না দেবতারা তাদের বিনষ্ট করে দেন আমাদের রক্ষা করার জন্য ।

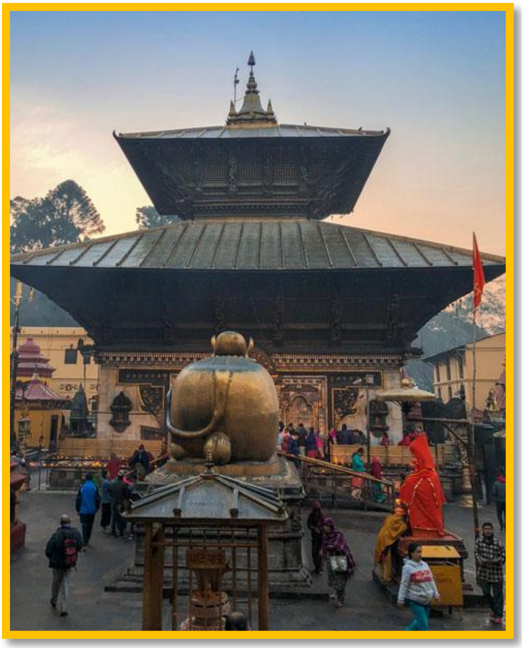

ভগবানকে কেউ যদি চালাকি দ্বারা পেতে চায় কিংবা ট্রিকস্টার মনে করে তাহলে সমূহ বিপদ। যেমন লেখিকা গার্গীর ননদিনী তার বিবাহের সময় গার্গীকে বিনাদোষে লগ্নভ্রষ্টা করার মতলব আঁটে ও পরেও নানান কারণে তার সাথে অত্যন্ত বাজে ব্যবহার করতে থাকে ও নিজের বড়বৌদির সাথে যে দরিদ্রের কন্যা বলে তার সাথে অত্যন্ত বাজে ব্যবহার করা এবং ননদিনী নিজে এক কর্ণপিশাচিনী যার কাজ তুকতাক করে মানুষের সংসারের শান্তি নষ্ট করা যেমন গার্গীর বিবাহিত জীবনে বিচ্ছেদ ঘটানো ও দাদা ও বৌদি এবং নিজ ভাসুরের সংসারে তন্ত্রমন্ত্র করে ঝামেলার সৃষ্টি করা তাই আগামী ২২ জন্ম তার জন্ম হবে অত্যন্ত কুৎসিত এক ভিখারিণী রূপে যে অনাথ হবে ও তার নারী জীবন কেবল ব্যর্থই হবেনা পায়ের নিচের দিকটা, হাঁটু থেকে জোড়া হবে তাই হাঁটতে সক্ষম হবেনা বলে ভারতের বড় বড় শহরে পথে ভিক্ষা করে করে মানুষের করুণায় জীবন কাটাবে। জীবিত থাকবে মোট ৮৫ থেকে ৯২/১০০ বছর প্রতি জন্ম।

এমনই কর্মের বোঝা বইতে হবে তাকে । কাজেই তুকতাক করে লোকের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকুন ।

গার্গীর শাশুড়ি মা পরের জন্মে শিক্ষকতা করে নাম কিনবেন । সরকারি সম্মান লাভ করবেন ও শিক্ষক হিসেবে নামী হবেন । উনি পড়তে খুবই ভালোবাসতেন । সেই সুযোগ পাবেন এবং অনেক ভালোভালো ছাত্রী/ছাত্রের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালবেন ও মূল্যবোধ গড়ে তুলবেন । অর্থাৎ ইশ্বর ওঁকে সুযোগ দেবেন আবার নিজ জীবনটা নিয়ে মনের মতন গড়ে তোলার । উনি গণেশের ইঁদুর । অর্থাৎ মুশিক ।

ভগবান সবাইকে বিশ্বরূপ দেখান না । সংকেত দেন । যারা বুঝতে পারে ,পারে-- নচেৎ নিজেদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলে ।

মন্দ কাজ করার আগে বহু সংকেত আসে। ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন । কিন্তু আমরা সেগুলি দেখেও দেখিনা । যদি দেখতাম আজ হয়ত সমাজে এতবড় বড় ছিদ্র তৈরি হতো না । যা হবার না তা হবেনা । যা লেখা আছে তা হবেই কেউ বদলাতে সক্ষম না কাজেই মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ নচেৎ দেবতারা আমাদের দম্ভ সংহার করবেন জাল

জাগ্নি বাসুদেবের মতন । চূর্ণ বিচূর্ণ করে করে আমাদের অহং বেণুকে । আর কষ্ট পেতেই হবে তখন । বলা যাবেনা আরে বাবা এটা হল মায়া সার্কাস কাজেই গদার আঘাত লাগছে না তো । যতক্ষণ দেহ আছে তা যত ক্ষুদ্রই হোক্না কেন গদার বাড়ি দিলে চোট লাগবেই । অতএব সাবধান সময় থাকতে থাকতে ।

গার্গীর বুকে লুকিয়ে ছিলো আরব্য রজনীর প্রতি একটা টান । ভালোবাসা । সেই আরবী ঘোড়ার সওয়ার হয়ে বাদশাহ-জাদা , মরীচিকা খুঁজে ফিরে চলেছে ব্যাপার গুলো । মেয়েটি নিজেও জানতো না যে তার এই লুকানো ইচ্ছে দানাগুলো জমাট বেঁধে এই জনমে আকাশে ডানা মেলে দেবে । বিহঙ্গ হয়ে -তারই অজান্তে । সেই পারস্যের বড় বড় গোলাপ , লাল লাল চেরি চেরি গালের মেয়ের দল , তরুণ মুসাফির সব সত্যি হয়ে যাবে একদিন তার জীবনে । শুকনো পাতার নূপুর পায়ে । জলতরঙ্গের ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি , কেউ ভেবেছিলো ??

দেখো ভগবান সব জানতেন আগেই ! আর তাইতো হল !! এক রূপবাণ রাজপুরুষ আসতে চলেছে তার কাছে , হাতে তার শিবের ত্রিশুল আর ভগবান বিষ্ণুর শঙখ ! যার নাদ অসম্ভব আকাশচুম্বি ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে আঁকা । হবে, কেউ ভেবেছিলো ? ওর জীবনের গ্রাফ দেখে ? কিন্তু হল তো তাইনা ? বলো ? লেট্স্ থিঙ্ক ডিভাইন্ । সারেন্ডার করো যা চাও তার চেয়েও বেশি পাবে ।

আমার আর কাশেমের এই যে প্রেমের গপ্পো তাতে আমি সবচেয়ে বেশি মিল পাই হীর রাঞ্ঝার গল্পের সাথে । একটু যোগীপুরুষের স্পর্শ আছে ওতে হয়ত তাই । আজকাল আমার কাছে ভালোবাসা কোনো পার্থিব প্রেমের মত সংসার ধর্ম করার অর্থ নয় । ভালোবাসার অর্থ হল সমগ্র মানবজাতিকে ভালোবাসা ।

সমগ্র মানবজাতিকে ভালোবাসাই হাল ধর্ম ।

আর ঐশ্বরিক সত্ত্বা ও মহাপুরুষদের শক্তির সাথে অন্যায় করা কিংবা যুদ্ধ করার ফল কখনও ভালো হয়না । যেমন ভগবান যীশুকে নির্মম উপায়ে হত্যা করার ফলে ইহুদী জাতি ধবংস হয়ে যাবে । কারণ মহামানব যীশু ছিলেন ক্রাইস্ট কনশাস্ । মানে মোক্ষপ্রাপ্ত এক সাধক । ঠিক একইরকম ভাবে যদি দেখা যায় তাহলে কৃষ্ণকে হত্যা করার অপরাধে দলিত সমাজ এত নিপীড়িত হয়ে চলেছে অন্যান্য শ্রেণীর হাতে । কারণ কৃষ্ণ ছিলেন মহাপুরুষ । এক ব্যাধ তাঁকে হত্যা করে ।

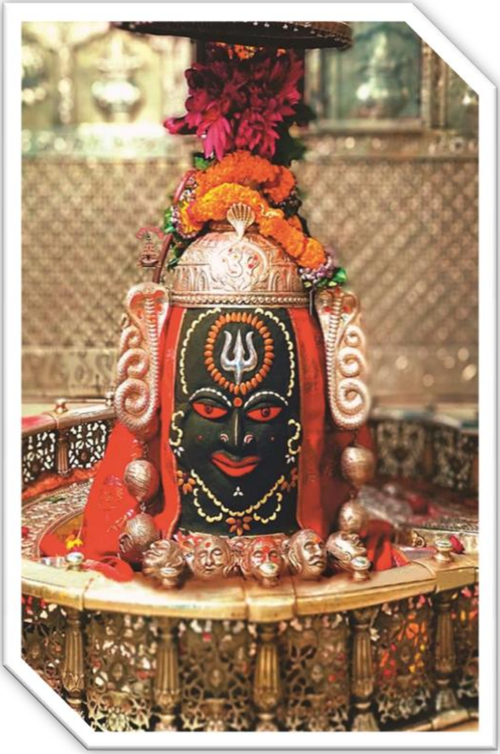

মহাকালেশ্বর

যদিও সেটা বলা হয় অভিশাপে হয়েছিলো কিন্তু তীর নিক্ষেপ করে এক ব্যাধ । এর লজিকও আছে । সেটা হল এইসব মহাপুরুষেরা হলেন মহাশক্তির ভান্ডার । কাজেই মৌচাকে ঢিল মারলে যেমন মৌমাছির হুলের খোঁচা খেতে হয় সেরকমই এঁদের এনার্জি এতটাই শক্তিশালী যে সেখানে দন্তস্ফূট করতে গেলে আঘাত ফিরে আসে নিজের কাছেই । ফিজিক্স দিয়েও প্রমাণ মেলে । যেমন গ্যামা রশ্মি বা লেজার যদি একটা পরিমানের ওপরে নিজদেহে গ্রহণ করো তাহলে ক্ষতি তো হবেই তাই না ? সেরকমই একটা সাধারণ উদাহরণ এটা । মহাশক্তির স্ফুরণ হয়েছে এইসব মহামানবদের দেহে কাজে কাজেই তাঁদের স্পর্শ করলে উত্তম যেমন বর্ষিত হবে অত্যন্ত ভয়াল ফলও পেতে হবে । তাই তাঁদের সঙ্গে কোনোরকম অসত্যের আশ্রয় নিয়ে কোনো ব্যবহার করা কিংবা ফলের আশায় কিছু করা কদাচ উচিৎ নয় ।

ওঁরা প্রবল ক্ষমার কণিকা ধারণ করে আছেন ও তা নিক্ষেপ করেন মহাজগতে কিন্তু ঐ যে বললাম , গ্যামা রে ও এক্স রে এর মতন বিকিরণ সৃষ্টি করে যেসব রশ্মি তা থেকে বিশ্বাস করে মাত্রাতিরিক্ত কাছে টানলে যেমন ক্ষতি হবে সেরকম অবিশ্বাস

করে নিলেও একইরকম ক্ষতি সম্ভব । তাই সাবধানতা অবলম্বন করা শ্রেয় ।

এঁরা কারো সাথে অন্যায় করেন না তাই তুমিই তফাতে থেকো । এবার ইহুদী জাতি উঠে যাবে । ধর্মপ্রাণ ও নাস্তিক ভালোমানুষ ব্যাতীত ।

ওরা একটি দেশের প্ল্যান আঁটছে । কিন্তু পরে ফিলিস্তিনিদের গুপ্ত ঘাতক দিয়ে খুন করার মতলব করছে যা নিন্দনীয় ।

ইজরায়েল /লী হল মতলবী দেশ /জাত ।

তাই ওদের বিশ্বাস করা মুস্কিল । একদিন ওরা কোরান পুড়িয়েছে আজ ওদের ধর্মগ্রন্থ টোরাহ্ পোড়াবে লোকে । কারণ ধর্মগ্রন্থ মানে কিছু বইয়ের পাতা নয়, অক্ষর নয় । এর অর্থ হল অমর শিক্ষাটা যা সমাজকে আলোকিত করবে ।

আবার নীলনদের মধ্যে দিয়ে বইবে সেইসব ভয়ঙ্কর জীব ও পোকামাকড় যা একসময় হয়েছে , কেঁপে উঠবে ওদের জগৎ । এরা মুসলমানদের উগ্রপন্থী বানিয়েছে । আসলে তারা নিজেদের মাটি বাঁচাবার জন্য যোদ্ধাতে পরিণত হয়েছে । এবার এর বিচার হবে । আর শয়তান ইহুদীগুলো শয়তানের অর্চনা

করে পিছন থেকে কলকাঠি নেড়ে নেড়ে এতদিন সব কন্ট্রোল করে গেছে ।

তাই এবার ওদের পৃথিবী থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ।

নিজেদের ভেতরে ইনসেস্ট করে করে কতগুলো বিকলাঙ্গের জন্ম দেওয়া এই শয়তান জাতির কাজ হল সমাজে গরল বইয়ে দেওয়া ।

আজ পর্যন্ত সব দেশ থেকে এই জনজাতি বিতাড়িত হয়ে এসেছে । এবার গাজাতে এরা মালিকদেরই উৎখাত করতে উদ্যত হয়েছে । তাই এবার ধরিত্রী মা এদেরকেই উপড়ে ফেলে দেবে । এরা যদি ঈশ্বরের কাছে সারেন্ডার করে ভালো নয়ত জাগ্নি বাসুদেবের মতন অবস্থা করা হবে প্রত্যেকটা আত্মার । এদের পান্ডা হল ক্ষমতালোভী শয়তান বেঞ্জামিন নেতান্হু । পিঁপড়ের কোমড় চিপে পয়সা বার করা এর অন্যতম বিশেষত্ব । লোকটি অর্থপিশাচ , লোভী ও মিথ্যাচারী ।

ইহুদীগণ শিশু রোগের চিকিৎসা পর্যন্ত বাজারে আসতে দেয়্না পয়সার লোভে আর অন্যান্য মারণ রোগের কথা তো আগেই বলেছি । এরাই চালায় মেডিক্যাল মাফিয়ার স্পটগুলি ।

আর অস্ত্রাগার লুন্ঠণ করা ও মানুষ মারার কল বানানো এদের মজ্জাগত স্বভাব ।

ইহুদী হটাও দুনিয়া বাঁচাও । বাঁচতে চাও ?

সত্যি ? তাহলে শোনো আগামিদিনের গান ।

ইহুদী হল শয়তানের অন্য নাম ।

ওকে তাড়াও ।

বিলকুল সাফ ,

মাথায় পড়লো নাকি বাজ ?

মহারাজ !!

(হীরক রাজার দেশে)

সমাপ্ত